দৈনিক বাংলা

১২ ৩/৮১

তারিখ 10 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ৩ ...

শিক্ষা তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র ... বাংলাদেশ

10 MAR 1987

কিছু দিনের মধ্যেই শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত করা হবে : মতিন

(স্টাফ রিপোর্টার)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপপ্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক এম এ মতিন গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদে বলেন যে কিছু দিনের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত করা হবে।

মন্ত্রী গতকাল জাতীয় সংসদে প্রেসিডেন্টের ভাষণ সম্পর্কে ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর বক্তৃতাকালে একথা বলেন।

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করার জন্য বিরোধী দলীয় একজন সদস্যের আনীত প্রস্তাব সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার কথা উল্লেখ করে দৃঢ়কণ্ঠে উপপ্রধানমন্ত্রী বলেন, সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, আগামী কিছু দিনের মধ্যেই দেশের জনগণ তার বাস্তবায়ন দেখতে পাবেন।

বিরোধীদলীয়দের বিভিন্ন সমালোচনার জবাবে তিনি বলেন যে আজকে যারা বিরোধীদলে বসা তাদের আমলেই '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সামরিক আইন জারি করা হয়েছিল এবং তা করেছিল সেদিনের ক্ষমতাসীন দলেরই একজন মন্ত্রী।

প্রেসিডেন্টের ভাষণের প্রশংসা করে তিনি বলেন যে এই ভাষণ দেশের সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতির একটি আবেগমুক্ত ও নিরপেক্ষ দলিল।

সংসদীয় রীতিনীতির সকল কনভেনশন ভঙ্গ করে একজন বিরোধীদলীয় সদস্য প্রেসিডেন্টের ভাষণ সম্পর্কে ধন্যবাদ প্রস্তাব উত্থাপন করায় মন্ত্রী তাঁকে ধন্যবাদ জানান এবং এটাকে একটি তাৎ-

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

মতিন

(প্রথম পৃঃ পর)

পূর্বপূর্ণ ঘটনা বলে বর্ণনা করেন।

আওয়ামী লীগের শেখ ফজলুল করিম সেলিমসহ বিরোধীদলীয়রা প্রেসিডেন্টের ভাষণের সমালোচনা করে বলেন যে সামরিক শাসন জারি করে যে গণতন্ত্র দেয়া হয় তা জনগণের গণতন্ত্র হতে পারে না।

সামরিক শাসকরা যে গণতন্ত্র দেয় তা সামরিক গণতন্ত্র।

গতকাল ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর উপপ্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক এম এ মতিনসহ সরকার ও বিরোধীদলের মোট ৪ জন সদস্য বক্তব্য রাখেন। অন্য বক্তারা হলেন জাতীয় পার্টির বেগম আনোয়ারা বেগম এবং আওয়ামী লীগ দলীয় জনাব জুবেদ আলী।

উপপ্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলীয়দের বিভিন্ন অভিযোগ ও সমালোচনার জবাবে বলেন যে সংবিধানের ৫ম ও ৭ম সংশোধনী কোন নতুন ঘটনা নয়। সাংবিধানিক শাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ৭ম সংশোধনী পাস করা হয়েছে। ৭২-এর সংবিধানেও স্বাধীনতা ঘোষণাসহ মুজিবনগর সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিধান করা হয়েছিল।

দেশ থেকে সামরিক শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য ৭ম সংশোধনী গ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে ৭৩ থেকে পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে আওয়ামী লীগ শাসনামলে যে ৪টি সংশোধনী আনা হয়েছিল তাতে কালো আইন করা হয়েছিল। জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব, বাক, ব্যক্তি, চিন্তা চেতনার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল সেসব সংশোধনীর মাধ্যমে।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে ৭৫ এর ২৩শে জানুয়ারী মাত্র ১৩ মিনিটের মধ্যে পার্লামেন্টারী কক্ষ করে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য করা হয়েছিল। এরপর নির্বাচন ছাড়াই যে একজন নতুন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয় তাকেই বলে স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি। বাকশাল করে তারাই আমলাদেরকে রাজনীতিতে ঢুকিয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকারের বিভিন্ন সাফল্য ও অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতীয় অর্থনীতিকে জাতীয়করণের রাহুমুক্ত করে দেশে শিল্প বিকাশের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদ যা করেছেন অতীতের কোন সরকার তা করেনি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, নারী নির্যাতন বন্ধ, যৌতুক বিরোধী আইন, ভূমি সংস্কার, শস্যঋণের সুদ মওকুফ, বর্গাচাষী ও শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

জাতীয় পার্টির সদস্যা আনোয়ারা বেগম স্বাধীনতার পর লাল বাহিনী দিয়ে শিল্প এলাকাগুলিতে শ্রমিকদের উপর হত্যা-নির্যাতনের কথা বর্ণনা করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরী বৃদ্ধিসহ গ্রহণযোগ্য শ্রম আইন করায় তিনি প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান।

শেখ সেলিম

শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেন যে দেশ থেকে সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হয়েছে বলে বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে সামরিক আইনের সকল ফরমান, বিধিবিধান, ঘোষণা নির্দেশ ইত্যাদি ৭ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সামরিক আইন রয়ে গেছে।

সংসদ আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় আবার বসবে।